সমকাল

২৩৫ প্রতিষ্ঠানের জন্য নীতিমালা শিথিল

১২ ঘণ্টা আগে

সাব্বির নেওয়াজ

এমপিওভুক্তির প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে বেসরকারি শিক্ষকদের। বুধবার সারাদেশের দুই হাজার ৭৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি পাওয়ায় শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মহলগুলোতে এখন চলছে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ। তাতে দেখা গেছে, যোগ্যতায় না টিকলেও উপজেলাভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সারাদেশের ২৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে 'এমপিওভুক্তির নীতিমালা-২০১৮' শিথিল করে বিশেষ বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নীতিমালার ২২ নম্বর ধারায় এ সুযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক কোনো বিবেচনা স্থান না পাওয়ায় কেবল বগুড়া জেলাতেই প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে এমপিওভুক্তিতে। স্থান পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিও। আবার স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাও স্থান পেয়েছে এমপিওর তালিকায়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সারাদেশের মোট ৮৯টি উপজেলা ও থানা থেকে একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির জন্য কাম্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এ ২২ ধারা প্রয়োগ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষায় অনগ্রসর, ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক, পাহাড়ি, হাওর-বাঁওড়, চরাঞ্চল, নারীশিক্ষা, সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। ৮৯টি উপজেলায় শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ জন এবং স্বীকৃতির মেয়াদ দুই বছর বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়। বাকি ৩১টি উপজেলা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আবেদনই করেনি বলে বিবেচনা করতে পারেনি।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ১৭৭টি উপজেলা থেকে একটি করে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য কাম্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এর ২২ ও ৩৫/৩৬ ধারা প্রয়োগ করে শিক্ষা উপজেলা বা থানায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫৪টি কারিগরি ও ৪৫টি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের দুর্গম অঞ্চল হাওর-বাঁওড়, চরাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০০ বা তদূর্ধ্ব এবং স্বীকৃতির মেয়াদ কমপক্ষে দুই বছর পূর্ণ হয়েছে, এমন ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নীতিমালা ২২ অনুযায়ী এমপিও দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) এক হাজার ৯৬৭টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। এর মধ্যে ৪৩৯টি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) ১০৮টি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নবম থেকে দশম শ্রেণি) ৮৮৭টি স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ স্তরে এক হাজার ৭৩৯টি প্রতিষ্ঠান

আবেদন করেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। এর মধ্যে ৬৮টি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। কলেজ (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) ৫৪৪টি আবেদন করে। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ৯৩টি প্রতিষ্ঠান। ডিগ্রি কলেজ (স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ) ৫৫৫টি আবেদন করলেও ৫৬টি এমপিভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, ৬০০ নতুন স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্তর পরিবর্তন তথা যেসব স্কুল নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের এমপিওভুক্ত ছিল, সেগুলো মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণি) স্তরে এমপিভুক্ত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও এমপিওভুক্ত বাছাই কমিটির আহ্বায়ক জাবেদ আহমেদ বলেন, "এবারের এমপিওভুক্তি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। কারণ এখানে কোনো তদবির বা অন্য কিছুর আশ্রয় নেওয়া হয়নি। তবে ভৌগোলিক ভারসাম্য রক্ষায় 'বিশেষ বিবেচনায়' কিছু প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়েছে, সেটি একটি মানদণ্ড রক্ষা করেই।"

গত বছর ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তৈরি করা বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সারাদেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির আবেদন নেওয়া হয়। এমপিওভুক্তির নীতিমালা-২০১৮ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী, চারটি মানদণ্ডে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাচাই করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের বয়স বা সরকারি স্বীকৃতি ২৫ নম্বর, শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে ২৫ নম্বর, পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ নম্বর এবং পাসের হারে ২৫ নম্বর করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হয়। সেখানে কমপক্ষে ৭০ নম্বর পাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য যোগ্য বলে এবার বিবেচিত হয়েছে। এমপিও নীতিমালা-২০১৮তে এমপিওভুক্তির জন্য পাঁচটি স্তর নির্ধারণ করা হয়। স্তরগুলো হলো- নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম), মাধ্যমিক (নবম থেকে দশম), উচ্চ মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ), কলেজ (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি), স্নাতক (পাস) তথা ডিগ্রি কলেজ (একাদশ থেকে মাস্টার্স)।

এমপিওভুক্তির জন্য এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট আবেদন জমা পড়েছিল ছয় হাজার ১৪১টি।

এমপিও পেল জিয়াউর রহমানের নামে তিন প্রতিষ্ঠান :দল নিরপেক্ষভাবেই এবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি পেয়েছে। কেবল বগুড়া জেলাতেই জিয়াউর রহমানের নামে তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবার এমপিও পেয়েছে। বগুড়া ব্যুরো থেকে এসএম কাওসার জানান, বগুড়ায় এমপিওর তালিকায় স্থান পেয়েছে ৪৫টি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে স্থাপিত তিনটি প্রতিষ্ঠানও আছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- জেলার গাবতলী উপজেলায় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়, একই উপজেলায় শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় ও বগুড়া সদরে শহীদ জিয়াউর রহমান টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ। এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ডা. ফিরোজের বাবা-মায়ের নামে স্থাপিত জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় রোকেয়া-সাত্তার উচ্চ বিদ্যালয়টিও এমপিও তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জেলার গাবতলী উপজেলাধীন শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গাফ্ফার বলেন, 'আমরা শঙ্কায় ছিলাম শহীদ জিয়ার নামে প্রতিষ্ঠান, তাই হয়তো এমপিওভুক্ত করা হবে না। কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সব যোগ্যতা অর্জন করায় বুঝতে পারলাম যোগ্যতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।'

শীর্ষ শিক্ষক নেতাদের প্রতিষ্ঠানও এমপিও পায়নি :এমপিওভুক্তির দাবিতে নয় বছর ধরে রাজপথে আন্দোলন করে আসা 'নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের' শীর্ষ নেতাদের কারও প্রতিষ্ঠানই এবার এমপিও পায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সংগঠনের সভাপতি গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গায় অবস্থিত খুলনা আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ। আবেদন করেও প্রতিষ্ঠানটি এবার এমপিও পায়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমপিওভুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ প্রতিষ্ঠানটিতে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই, পরীক্ষার্থীও নেই। পাবলিক পরীক্ষার ফলও ভালো নয়। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ড. বিনয় ভূষণ রায় বরিশালের উজিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়ন আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ। এটিও এমপিও পায়নি। কর্মকর্তারা জানান, এ কলেজের ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের পাসের হার ৭০ শতাংশের নিচে। ফেডারেশনের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির নেতাদের মধ্যে এমপিওভুক্তি পেয়েছে চার নেতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সংগঠনের প্রচার সম্পাদক তোরাব আলী ফিরোজের প্রতিষ্ঠান খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার বারআড়িয়া শহীদ স্মৃতি কলেজ, বরিশাল বিভাগীয় সমন্বয়কারী সোহরাব হোসেনের মাদ্রাসা বাবুগঞ্জ রাকুটিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রংপুর বিভাগীয় সমন্বয়ক শওকত হায়াত প্রধান বাবুর পাটগ্রাম বিএম কলেজ ও সংগঠনের সহসভাপতি আবদুল হামিদের রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল এমপিও পেয়েছে।

এমপিও পেল হুমায়ূন আহমেদের স্কুল :আমাদের কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি সমরেন্দ্র বিশ্বশর্মা জানান, নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্নের স্কুল শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এমপিওভুক্তির দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। বুধবার এ বিদ্যাপীঠ এমপিও পেয়েছে। এমপিওভুক্ত হওয়ায় ঢাকঢোল বাজিয়ে, মিষ্টি বিতরণ করে এবং ছাত্র-শিক্ষকরা রং খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দ-উল্লাস করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন নেত্রকোনা-৩ আসনের এমপি অসীম কুমার উকিলের প্রতিও। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জানান, ১৯৯৬ সালে হুমায়ূন আহমেদের জন্মস্থান কুতুবপুর গ্রামে শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০০৬ সালে শুরু হয় এর একাডেমিক কার্যক্রম। ২০১১ সালে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

২০১৩ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রতিটি ফলে শতভাগ পাস করেছে শিক্ষার্থীরা। জিপিএ ৫ পেয়েছে অনেকেই। হুমায়ূন আহমেদের অবর্তমানে তার স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন ব্যক্তিগত তহবিল থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিয়ে আসছিলেন। বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হওয়ায় হুমায়ূন আহমেদের স্বপ্নপূরণ হলো।

তালিকায় যুদ্ধাপরাধীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের বাসিন্দা স্বাধীনতাযুদ্ধে শান্তি কমিটির সদস্য ও যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত খামির উদ্দীন প্রধানের নামে প্রতিষ্ঠিত এক মাদ্রাসার আলিম স্তর এবার এমপিওভুক্ত হয়েছে। এতে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর পক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এতে বলা হয়, খামির প্রধান একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী। ১৯৯৪ সালে চাকলা খামির উদ্দীন দাখিল মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায় ১৯৯৫ সালে সেটি এমপিওভুক্ত হয়। ওই মাদ্রাসা ২০০২ সালে আলিম শাখার একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে।

অভিযোগে বলা হয়, সারাদেশে যখন স্থানীয়ভাবে যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদর, আলশামসদের তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার, ঠিক ওই সময় চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্যের নামে কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়? প্রতিষ্ঠানটির এমপিওভুক্তি বাতিল অথবা এর নাম পরিবর্তন করে একজন মুক্তিযোদ্ধার নামে করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com